সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল ও নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

মুসলিম-বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রায় প্রতিটি মুসলিম অবগত। বিশাল সাগরের মাঝে চালকহীন দিশাহারা জাহাজের অবস্থা যেমন, মুসলিম জাতির অবস্থাও আজ তেমন। কুফফারশক্তি বিশেষ করে পশ্চিমাদের ক্ষমতার দাপট, প্রভাব-প্রতিপত্তি এত ব্যাপক যে, মুসলিম জাতির সোনালি অতীত বিশ্বাস করাও কঠিন হয়ে পড়েছে এখন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক এমনকি চিন্তা ও বুদ্ধিভিত্তিক সকল বিষয়ে পশ্চিমাদের তথাকথিত অগ্রসরতা ও জয়জয়কার দেখে মুসলিম উম্মাহর অনেকে হীনম্মন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। বহু মুসলিম আজ পশ্চিমাদেরকে বিশ্বের অধিপতি, আদর্শ ও একমাত্র সভ্য জাতি হিসেবে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছে।

এমন হওয়ার প্রধান কারণ হলো বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে চিনতে না পারা। আজকের বিশ্বব্যবস্থা কী করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কীই-বা ছিল এর অতীত, তা না জানা। বর্তমান বিশ্ব-বিন্যাস না বুঝতে পারলে তার বিপরীতে ইসলামি সিস্টেম চালু করা যাবে না কখনোই। কোন কোন স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে আজ আমেরিকা তথা পশ্চিমাদের আধিপত্য টিকে আছে, তা নির্ণয় করতে না পারলে উম্মাহর করণীয় নির্ধারণ করা যাবে না। সামরিক ও রাজনৈতিক আগ্রাসন, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ এবং সাংস্কৃতিক প্রচার ও প্রসারের ফলে পশ্চিমারা আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছে। এই প্রতিটি বিষয় পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি ফিল্ডে ক্ষমতা অর্জনের পেছনে রয়েছে তাদের প্রতারণা, বর্বরতা ও জুলুমের এক কালো ইতিহাস। আমরা যদি তাদের অবস্থান শনাক্ত করতে না পারি, তাদের হার্ড পাওয়ার ও সফট পাওয়ার চিনতে না পারি, তাহলে কখনো ইসলামের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনা যাবে না। রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন তথা হার্ড পাওয়ার এবং চিন্তা-চেতনা, স্বভাব ও রুচিবোধের পরিবর্তন তথা সফট পাওয়ার সবকিছুই তারা শতাব্দী কাল ধরে আমাদের ওপর প্রয়োগ করছে এবং আমাদের গোলামে পরিণত করে রেখেছে। এই জন্য প্রতিটি মুসলিমের ওপর বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সামগ্রিক ইতিহাস জানা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

আমাদের চারপাশের বিশ্বব্যবস্থাকে একটি আয়নার সামনে রাখতে হবে। ইতিহাসের আয়নায় অতীত থেকে এর বর্তমানের দিকে পথচলাকে দেখতে হবে। এই যাত্রাকে আমরা বলতে পারি ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দিকে যাত্রা। কী ছিল ইহুদি ও খ্রিষ্টান জাতির ইতিহাস, কীভাবে আজ পুরো বিশ্ব তাদের হাতের মুঠোয় এসেছে, কীভাবেই বা ইসলামের সোনালি ইতিহাস ও খিলাফত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কীভাবে আজ

আমেরিকা একক পরাশক্তির অধিকারী হয়ে বিশ্বমোড়লের আসনে আসীন হয়েছে, কীভাবে ধন-দৌলতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক-কৌশলে পশ্চিমারা অগ্রসর হয়েছে, এগুলো আমাদের জানতে হবে।

বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি দিককে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ না করে, সকল বিষয়কে একই ফ্রেমে নিয়ে আসা, যাতে একজন মানুষ সহজেই সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারে, এমন একটি বইয়ের অভাব আমি সব সময় অনুভব করতাম। এমন বই রচনার কাজ সহজ নয়। কেননা, প্রতিটি বিষয়ের রয়েছে স্বতন্ত্র ইতিহাস। ইতিহাস আলোচনার একক যাত্রায় সকল বিষয়কে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা খুবই কঠিন। এই কঠিন কাজটি আমাদের জন্য সহজ করেছেন এই বইটির লেখক হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বচ্ছ আয়নার মতো করে উপস্থাপন করার এক সুন্দর প্রয়াস হলো আপনার হাতে থাকা এই বইটি। লেখক খুবই নিপুণতার সাথে ইহুদি জাতির সূচনা থেকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার পুরো ইতিহাসকে তুলে নিয়ে এসেছেন একই মলাটে। ইতিহাসের আলোচনায় তিনি প্রতিটি ঘটনাকে একে অপরের সাথে সেতুবন্ধন করে এগিয়েছেন। এই পথচলায় তিনি কোনো বিষয়কে বাদ রাখেননি। শিকড়সন্ধানী গবেষক স্বীয় গবেষণালব্ধ কন্টেন্টের এই বইটি পাঠকের সামনে উপহার দিয়েছেন। যেন পাঠক নতুনভাবে বর্তমান বিশ্বকে চিনতে পারে।

মহান আল্লাহ লেখক, অনুবাদকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি কবুল করুন এবং প্রতিটি মুসলিমকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা চেনার তাওফিক দান করুন, আমিন।

কায়সার আহমাদ

২১ রজব, ১৪৪২ হিজরি

রাত ১ টা ৩০ মিনিট

অনুবাদকের কথা

ইতিহাসের দুটি ধারা আছে। একটি হলো বিজয় ও উন্নতির ইতিহাস। আরেকটি হলো, পরাজয় ও অধঃপতনের ইতিহাস। বর্তমান সময়ের মুসলিমরা সার্বিকভাবেই ইতিহাসবিমুখ এক জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। আজকের তরুণরা জানে না তাদের সোনালি ইতিহাস, কেমন ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা, কী ছিল তাদের অর্জন।

এই করুণ পরিস্থিতির মাঝেও যখন কেউ কেউ নিজেদের অতীত ইতিহাসের সাথে পরিচিত হতে যায়, তখন সে নিজেকে এক রূপকথার গল্পে আবিষ্কার করে। সে নিজের গৌরবময় ইতিহাসকে বর্তমানের জন্য অসম্ভব, অকল্পনীয় মনে করে। সে বিশ্বাসই করে নিয়েছে যে, মুসলিমদের বিশ্বব্যবস্থা আজকের যুগে অকেজো। কিন্তু কেন সে এমনটা ভাবছে?

কারণ সে জানে না, তার অধঃপতনের ইতিহাস। ইতিহাসের এই দ্বিতীয় ধারাতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তর গচ্ছিত আছে। যখন সে তার অধঃপতনের ইতিহাস জানবে, তখন সে অনুভব করবে তার উক্ত চিন্তা ও বিশ্বাসটা অন্য কারও তৈরি। শত্রুরা নানাভাবে তার মনস্তত্ত্বে এই কথা গেঁথে দিয়ে তার মানসিকতাকে পরাজিত করে দিয়েছে, তাকে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

এ জন্য প্রতিটি মুসলিমের জন্য অধঃপতনের ইতিহাস জানা অতীব জরুরি। কারণ আমাদের বর্তমান করুণ অবস্থা এই ইতিহাসেরই দৃশ্যমান চিত্র। আমাদের আজকের দুরবস্থার সূত্র উসমানি খিলাফাহর পতনের সাথে। এরপর মুসলিম-বিশ্বে যেই ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে, এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এই ব্যবস্থা শরিয়াহ থেকে গৃহীত নয়, প্রাকৃতিকও নয়; বরং তা পশ্চিমা বিশ্বের আরোপিত। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদী সমরচিন্তা এর সবই পশ্চিমারা প্রথমে আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, তারপর সেগুলোকে আদর্শিকভাবে পুশ করেছে।

অধঃপতন থেকে উত্তরণের প্রথম শর্ত হলো, এর কারণকে নির্ণয় করা এবং এর পেছনে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ তথা শত্রুপক্ষকে চেনা। তারপর সে অনুযায়ী কর্মপন্থা সাজানো। যদি প্রথমেই ক্রিয়া ও কর্তাকে ভালোভাবে চিনে নেওয়া না যায়, তাহলে পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপই ভুল হবে। তখন দেখা যাবে উত্তরণের পথ হিসেবে যেই পথে পা বাড়ানো হচ্ছে, সেটা শত্রুরই আবিষ্কার এবং শত্রুরই কামনা। আর এভাবে আমরা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আরও দূরে ছিটকে পড়ব।

ফলে আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হলো, সার্বিকভাবে অধঃপতনের ইতিহাসকে জানা। বক্ষ্যমাণ বইটি আমাদেরকে সেই ইতিহাসের সাথেই পরিচয় করিয়ে দেবে। ইহুদি-খ্রিষ্টান

জাতির প্রাচীন ইতিহাস থেকে বর্তমান, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শেকড়, ইসলামি খিলাফাহ-ব্যবস্থার পতন, মুসলিম-বিশ্বে ইউরোপের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, ইসলামি মুদ্রা-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ও কাগুজে মুদ্রার প্রচলন, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ, জাতীয়তাবাদের সূচনা, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, জাতীয়তাবাদী আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গঠন, মোট কথা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাস্তবায়নের পুরো ঐতিহাসিক যাত্রা বইটিতে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি ইসলামি শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মুসলিমদের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে।

মুহতারাম লেখক হেদায়াতুলাহ মেহমান্দ হাফিজাহুল্লাহকে মহান আল্লাহ তাআলা উত্তম বদলা দান করুন। বইটি লেখকের বিস্তৃত অধ্যয়ন ও কঠোর সাধনার প্রমাণ বহন করছে। প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পেছনে না পড়ে বহুদিক সম্বলিত অধঃপতন ও উত্তরণের ইতিহাসকে লেখক অবিচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরেছেন। ছোটবড় প্রতিটি ঘটনার সাথে পরবর্তী ঘটনার যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছেন। বলা যায় কেবল উর্দু ভাষাতেই নয়; বরং আলোচিত বিষয়ে পুরো ইসলামি সাহিত্যের একটি শূন্যতা তিনি পূরণ করে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন এবং উম্মাহকে এই বই থেকে ব্যাপকভাবে উপকৃত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। বইটিকে উম্মাহর বিজয় ও উত্তরণের পথে মৌলিক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে মঞ্জুর করে নিন, আমিন।

সূচিপত্র

পেশ আরজ ¦ ১৯
ভূমিকা ¦ ২১
বর্তমান সময়ের জিহাদের চিন্তাধারার ভিত্তি ¦ ২১
প্রথম ঘটনা : খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ সালে গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি ¦ ২২
দ্বিতীয় ঘটনা : ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ¦ ২৩
তৃতীয় ঘটনা : উসমান ﷺ-এর শাহাদাত ¦ ২৫
চতুর্থ ঘটনা : ফরাসি বিপ্লব (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার) ¦ ২৫

প্রথম খণ্ড : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

প্রথম অধ্যায় : ইহুদি ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার –৩১

বনি ইসরাইলের (ইহুদিদের) পুরাতন ইতিহাস ¦ ৩৪
প্রথম যুগ : বনি ইসরাইলের কিনান থেকে মিশরে যাওয়া পর্যন্ত ¦ ৩৪
দ্বিতীয় যুগ : মিশর থেকে দেশান্তর হওয়ার পর থেকে ফিলিস্তিনে আবাদি পর্যন্ত ¦ ৩৭
তৃতীয় যুগ : বোখতে নসরের হামলা ও বাবেলে প্রথম দেশান্তর ¦ ৪০
চতুর্থ যুগ : বাবেল থেকে এসে দ্বিতীয় দেশান্তর পর্যন্ত ¦ ৪২
বনি ইসরাইল কেন গোমরাহ হয়েছিল? ¦ ৪৭
ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত বিশ্বাসসমূহ ¦ ৫২
আল্লাহ তাআলার প্রিয় জাতি ¦ ৫৩
অ-ইহুদিদের ব্যাপারে গোয়েম বিশ্বাস ¦ ৫৪
প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস ¦ ৫৪
ইলিয়া-এর বিশ্বাস ¦ ৫৫
মাসিহের বিশ্বাস ¦ ৫৫
হাইকালে সুলাইমানির বিশ্বাস ¦ ৫৬
তাবুতে সাকিনার বিশ্বাস ¦ ৫৭
দানিয়েল ﷺ-এর দুআ ও মহান লক্ষ্য ¦ ৫৭
ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টবাদের শুরু ¦ ৫৮

ইহুদিদের নতুন ইতিহাস ¦ ৫৯
মুশরিক রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের অবস্থান ¦ ৬০
খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের অবস্থান ¦ ৬০
ইসলামি সালতানাতে ইহুদিদের অবস্থান ¦ ৬১
ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থান ¦ ৬২
ইহুদিবাদ ও মার্টিন লুথারের রিফরমেশন আন্দোলন ¦ ৬৩
ব্রিটেন সাম্রাজ্য ও প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান ¦ ৬৪
ইউরোপে ৩০ বছরের যুদ্ধ ও প্রটেস্টান্টদের উত্থান ¦ ৬৪
ইহুদিবাদ ও আমেরিকার আবিষ্কার ¦ ৬৫
ফরাসি বিপ্লব থেকে আধুনিক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ¦ ৬৫
এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব ¦ ৬৫
ইউরোপে ইসরাইলি হুকুমত প্রতিষ্ঠার বীজ (১৮০০ - ১৯০০ খ্রি.) ¦ ৬৬
রথচাইল্ড বংশ ¦ ৬৬
জায়োনিস্ট কার্যক্রমের সূচনা ¦ ৬৭
জেরুজালেমে ইহুদিদের গোপন আবাদি ও ইলিয়া'র বিশ্বাস ¦ ৬৮
বেলফোর ঘোষণা ও প্রতিশ্রুত ভূমির বিশ্বাস ¦ ৬৮
গ্রেট গেইম বা উসমানি খিলাফতের পতন ¦ ৬৯
ফিলিস্তিন ব্রিটেনের অধীনে ¦ ৭০
ইহুদিদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা ¦ ৭২
ইহুদিদের বৃহৎ লক্ষ্য ও তা বাস্তবায়নে বাধাসমূহ ¦ ৭২
মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদিদের কার্যপদ্ধতি ¦ ৭৫
ইহুদিদের গোপন এজেন্ডা ¦ ৭৮
ইহুদিদের প্রকাশ্য চক্রান্ত ¦ ৮১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার ও পশ্চিমাদের ইতিহাস-৮৩

খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস ¦ ৮৬
প্রথম যুগ : পরীক্ষার যুগ (১- ৩০৬ খ্রি.) ¦ ৮৭
দ্বিতীয় যুগ : খ্রিষ্টবাদের উত্থানের জমানা (৩০৬-৫৯০ খ্রি.) ¦ ৯০
নিকিয়া কনফারেন্স (৩২৫ খ্রি.) ত্রিত্ববাদের জয় ¦ ৯১
ধর্মহীনতার ফিতনা প্রতিরোধ ¦ ৯২
রোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তি ¦ ৯৩
খ্রিষ্টবাদের বিশ্বাস ¦ ৯৪
ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস ¦ ৯৪

শূলিতে চড়ানো ও কাফফারার বিশ্বাস ¦ ৯৪
খ্রিষ্টান বানানোর পদ্ধতি ¦ ৯৫
পবিত্র ক্রুশ ¦ ৯৫
ইসা ﷺ-এর পুনর্জন্মের বিশ্বাস ¦ ৯৫
ইউরোপের ইতিহাস ¦ ৯৬
ইউরোপের অন্ধকার যুগ (৫৯০-৮০০ খ্রি.)¦ ৯৭
১. ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ¦ ৯৭
২. ইউরোপের অন্ধকার যুগ ও ইসলামের উত্থান ¦ ৯৭
৩. ইউরোপে খ্রিষ্টসমাজ কর্তৃক গ্রিক দর্শনের বিরোধিতা ¦ ৯৮
মধ্যযুগ (৮০০-১৪৫৩ খ্রি.) ¦ ৯৯
সেন্ট অগাস্টিনের থিউরি (আল্লাহর শহর ও মানুষের শহর) ¦ ১০০
গির্জার শাসনব্যবস্থা ও বাদশাহর অবস্থান ¦ ১০২
গির্জার শাসনে দুর্নীতি ¦ ১০২
গির্জা ও বাদশাহদের দ্বন্দ্ব ¦ ১০৩
গির্জার অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ¦ ১০৪
গির্জার মধ্যে বিভক্তি (১০৫৪ খ্রি.) ¦ ১০৪
ইউরোপের শ্রেণি বিভাজনব্যবস্থা (জাগিরদার ও জনগণ) ¦ ১০৫
গির্জা, বাদশাহ ও জাগিরদারদের শয়তানি ত্রিভুজ ¦ ১০৭
মেঘনা কার্টা বা স্বাধীনতার মহান দলিল (১২১৫ খ্রি.) ¦ ১০৮
মধ্যযুগে সেক্যুলারিজমের সূচনা ¦ ১০৯
ওয়াইক্লিফের সংশোধন আন্দোলন (১৩৮৪ খ্রি.) ¦ ১১০
ক্রুসেড যুদ্ধ (১০৯৫-১২৭১ খ্রি.) ¦ ১১১
মহামারি বা ব্ল্যাক ডেথ (১৩৪৭-১৩৫১ খ্রি.) ¦ ১১৫
মধ্যযুগ ও ইহুদিবাদ ¦ ১১৬
ইউরোপের রেনেসাঁ আন্দোলন (১৪৫৩-১৭৮৯ খ্রি.) ¦ ১১৮
রেনেসাঁর যুগে ইউরোপে চিন্তাগত পরিবর্তন ¦ ১১৯
ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উত্থান ¦ ১২০
হিউম্যানিজম বা মানবধর্ম ¦ ১২২
ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা ¦ ১২৪
ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং খ্রিষ্টবাদের সাথে দ্বন্দ্ব ¦ ১২৫
ইউরোপে যুক্তিবাদের যুগ ¦ ১২৬
মার্টিন লুথারের সংশোধন আন্দোলন ¦ ১২৭
খ্রিষ্টানদের মধ্যে বিভক্তি ও প্রটেস্টান্ট দলের অস্তিত্ব ¦ ১৩০
ইংল্যান্ডে ইভাঞ্জেলিকা চার্চ প্রতিষ্ঠা (প্রটেস্টান্ট দলের উত্থান) ¦ ১৩০
ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের 'মহান বিপ্লব' (খ্রিষ্টান-ইহুদি জোটের প্রথম পদক্ষেপ) ¦ ১৩৩

আমেরিকা-আবিষ্কার ও প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের আশ্রয়কেন্দ্র ¦ ১৩৪
আমেরিকাতে ইহুদিবাদী খ্রিষ্টানদের ঘাঁটি স্থাপন
(ক্রুসেড-ইহুদি জোটের দ্বিতীয় পদক্ষেপ) ¦ ১৩৫
ওয়েস্ট ফেলিয়া চুক্তি ও জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের
প্রতিষ্ঠা (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রি.) ¦ ১৩৫
ব্রিটেনে পার্লামেন্টের উন্নতি ও উত্থান ¦ ১৩৭
ইউরোপে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থান ও উন্নতি ¦ ১৩৮
পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল দর্শন ¦ ১৩৮
আন্তর্জাতিক কোম্পানির ইতিহাস ¦ ১৩৯
ব্যাংকের ইতিহাস ¦ ১৪১
কারেন্সির ইতিহাস ¦ ১৪২
এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন (১৬৫৭-১৭৮৯ খ্রি.) ¦ ১৪৩
এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও আমেরিকার বিপ্লব ¦ ১৪৭
এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯ খ্রি.):
ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারের পতন ¦ ১৪৭
পশ্চিমাদের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা ¦ ১৪৯
খ্রিষ্টবাদের স্বরূপ ¦ ১৪৯
খ্রিষ্টবাদ প্রটেস্টান্টিজমে রূপান্তর ¦ ১৪৯
পশ্চিমাদের মধ্যে সেক্যুলারিজমের উত্থান ও তার কারণসমূহ ¦ ১৫০
১. মানবাধিকার আন্দোলন ¦ ১৫০
২. ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব ¦ ১৫০
৩. খ্রিষ্টান ধর্মের উৎসে পরিবর্তন ¦ ১৫০
৪. আধুনিক অর্থব্যবস্থার উত্থান ¦ ১৫০
খ্রিষ্টান-ইহুদি জোট ¦ ১৫১
প্রটেস্টান্ট 'জায়োনবাদী' খ্রিষ্টান ¦ ১৫১
ধর্মহীন খ্রিষ্টান ¦ ১৫২
রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান ¦ ১৫২
ফরাসি বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট তিনটি শূন্যতা এবং হিউম্যানের
উইল অফ অল (আধুনিক শিরক) ¦ ১৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গঠন ¦ ১৫৯

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের প্রথম যুগ–১৬১

ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত (১৭৮৯-১৯২৪ খ্রি.)

ইউরোপে বিপ্লবের যুগ (১৭৮৯-১৮৭৫ খ্রি.) ¦ ১৬৩
ইউরোপে রাজনৈতিক বিপ্লব ¦ ১৬৩
ইউরোপের গণতান্ত্রিক আইনি ব্যবস্থা ¦ ১৬৪
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দর্শন ¦ ১৬৬
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ¦ ১৬৮
মানুষের উন্নতি ও ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব (পুঁজিবাদ ব্যবস্থার উত্থান) ¦ ১৭০
শিল্প-বিপ্লবের কারণসমূহ ¦ ১৭০
শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব ¦ ১৭৩
সমাজতন্ত্রের বিপ্লব ¦ ১৭৪
সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মাঝে পার্থক্য ¦ ১৭৫
সামরিক চিন্তাধারায় বিপ্লব ¦ ১৭৭
ক্লজউইজের বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ ¦ ১৭৮
ক্লজউইজের থিউরিসমূহ ¦ ১৭৯
রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গঠন ¦ ১৮০
ইহুদিদের শতাব্দী ¦ ১৮১

গ্রেট গেইম (মুসলিম উম্মাহর পতন) ¦ ১৮৩
গ্রেট গেইমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ¦ ১৮৩
গ্রেট গেইমের যুদ্ধক্ষেত্র ¦ ১৮৬
গ্রেট গেইমে হিন্দুস্থানের ভূমিকা ¦ ১৮৭
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্যবসার যুগ ¦ ১৮৭
মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ¦ ১৮৮
শাহ ওয়ালি উল্লাহ ﵀-এর কার্যক্রম ¦ ১৮৮
ইংরেজদের বাংলা দখল ¦ ১৮৯
বক্সার যুদ্ধের পর হিন্দুস্থানের অবস্থা ¦ ১৯০
হিন্দুস্থানে ইংরেজদের কার্যক্রম ¦ ১৯১
হিন্দুস্থানে ইংরেজ বাহিনীর গঠন ¦ ১৯১
ইংরেজদের রোহিল খণ্ড বিজয় ¦ ১৯৩
মহিশুরের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ ¦ ১৯৩

শাহ আব্দুল আজীজ ﵀-এর ঐতিহাসিক ফতোয়া (১৮০৬ খ্রি.) ¦ ১৯৫
ফতোয়ার প্রভাব ¦ ১৯৭
শাহ সাহেবের ফতোয়া ও উপমহাদেশে জিহাদের
বৃক্ষ (হিন্দের আজাদি আন্দোলন শুরু) ¦ ১৯৮
সাইয়িদ আহমাদ শহিদ ﵀-এর তাহরিকে মুজাহিদিন এবং
জিহাদি বৃক্ষের অঙ্কুর ¦ ২০০
প্রথম আফগান-জিহাদ (১৮৩৯-১৮৪২ খ্রি.) ¦ ২০৮
আল-জাজায়িরে ফ্রান্সের হামলা (১৮৩০ খ্রি.) এবং
আমির আব্দুল কাদীরের জিহাদ ¦ ২১০
উসমানিদের পতন : পশ্চিমা নীতি গ্রহণের যুগ (১৮২৬-১৮৭৬ খ্রি.) ¦ ২১০
হিন্দুস্থানে ব্রিটেনের বন্ধ বর্ডার নীতি (১৮৪৮-১৮৭৮ খ্রি.) ¦ ২১২
ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ইতিহাস ও কার্যক্রম ¦ ২১৩
কাবায়েলি জিহাদ (১৮৪৮-১৮৭৮ খ্রি.) ¦ ২১৫
১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-যুদ্ধ ¦ ২১৬
ব্রিটেনের বাদশাহর রাজত্ব ও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মি গঠন ¦ ২১৭
উত্তর কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র এবং আম্বেলার যুদ্ধ ¦ ২১৭
দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র ও মৌলভি গোলাবুদ্দিন ¦ ২১৯
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং মধ্য এশিয়া ও বলকানের ওপর রাশিয়ার দখলদারিত্ব ¦ ২২০
উসমানিদের আইনি (পার্লামেন্টারি) যুগ : ১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি. ¦ ২২১
সুয়েজ খাল নির্মাণ, ব্রিটেনের মিশর দখল ও মাহদি সুদানির জিহাদ ¦ ২২২
কাবায়েলি অঞ্চলের ওপর ব্রিটেনের আক্রমণ পলিসি (১৮৮৭-১৯০০ খ্রি.) ¦ ২২৩
দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ (১৮৭৯ খ্রি.) ¦ ২২৩
ডুরান্ড লাইন (১৮৯৩ খ্রি.) ¦ ২২৫
মোল্লা পাওয়েন্দার জিহাদি আন্দোলন (দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র) ¦ ২২৭
লর্ড কার্জনের পলিসি ¦ ২২৭
রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির নতুন গঠন ¦ ২২৭
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ¦ ২৩১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিন্দুস্থান ও রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির ভূমিকা ¦ ২৩১
তুর্কি দখলে ব্রিটেনের পরিকল্পনা ¦ ২৩২
তুর্কি বাহিনীর সুয়েজ খাল হামলা ¦ ২৩৩
গ্যালিপলির যুদ্ধ ¦ ২৩৪
ইরাকে ব্রিটেনের প্রথম হামলা ¦ ২৩৫
ইরাকে ব্রিটেনের দ্বিতীয় হামলা ¦ ২৩৭
উসমানিদের রাশিয়ান যুদ্ধক্ষেত্র ¦ ২৩৭
তাহরিকে শাইখুল হিন্দ ¦ ২৩৮

ফিলিস্তিনে ব্রিটেনের হামলা ¦ ২৩৯
মুসলিম উম্মাহর গাদ্দার ¦ ২৪১
ম্যাগিডু'র যুদ্ধ ¦ ২৪৩
কেন্দ্রীয় শক্তির পরাজয় ¦ ২৪৩
ভার্সাই চুক্তি ¦ ২৪৪
ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ¦ ২৪৫
সেভ্রে চুক্তি ¦ ২৪৬
মুস্তাফা কামালের উত্থান ও মুসলিম উম্মাহকে ছিন্নভিন্ন করা ¦ ২৪৬
লুজিয়ান চুক্তি ¦ ২৪৮
মুসলিম উম্মাহর কী অর্জিত হলো? ¦ ২৪৮
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উপমহাদেশে ব্রিটেনের অবস্থান ¦ ২৫১
তৃতীয় আফগান-যুদ্ধ (১৯১৯-১৯২০ খ্রি.) ¦ ২৫১
শাহজাদা ফজলুদ্দিন (দক্ষিণ কাবায়েলি যুদ্ধক্ষেত্র) ¦ ২৫৩
মির্জা আলি খান (ফকির আই.পি.) (১৯৯৮-১৯৬০ খ্রি.) ¦ ২৫৪
রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির দ্বিতীয় গঠন (১৯২২ খ্রি.) ¦ ২৫৫

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দ্বিতীয় যুগ-২৫৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত (১৯১৯-১৯৪৫ খ্রি.)

ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের যুদ্ধ ¦ ২৫৭
হিটলার ও ফ্যাসিবাদের উত্থান ¦ ২৫৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ¦ ২৫৯
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রয়েল ইন্ডিয়ান আর্মির ভূমিকা ¦ ২৬০
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল ¦ ২৬০

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের তৃতীয় যুগ-২৬১

রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৫-১৯৯১ খ্রি.)

কোল্ড ওয়ারে রাশিয়া ও আমেরিকার কর্মপদ্ধতি ¦ ২৬৪
কোল্ড ওয়ারে রাশিয়ার কর্মপদ্ধতি ¦ ২৬৪
রাশিয়া ও চীনের বাণিজ্যিক কর্মপদ্ধতি ¦ ২৬৫
স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার রাজনৈতিক পলিসি ¦ ২৫৬৬
আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : মার্কেট ইকোনমি
(ইহুদিদের বৈশ্বিক শাসনের পূর্ণতা) ¦ ২৬৭
বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ¦ ২৬৮

ফ্রাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং ¦ ২৭০
বাজার-ভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ¦ ২৭৩
ব্রিটেন উডস কনফারেন্সের বৈশ্বিক সংস্থা ¦ ২৭৬
স্নায়ুযুদ্ধে আমেরিকার সামরিক থিউরি ও আমেরিকান বাহিনীর নতুন গঠন ¦ ২৭৮
মাহানের থিউরি ¦ ২৭৯
লিডল হার্টের (পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ) থিউরি ¦ ২৮০
আন্দ্রে বিউফারের আনবিক যুগের পরোক্ষ কর্তৃত্বের থিউরি ¦ ২৮২
বিউফার ও লিডল হার্টের থিউরির মাঝে পার্থক্য ¦ ২৮২
সারকথা : পশ্চিমা ও আমেরিকার যুদ্ধপদ্ধতি ¦ ২৮৫
আমেরিকান বাহিনীর গঠন ¦ ২৮৬
আমেরিকান সাধারণ বাহিনী ¦ ২৮৬
আমেরিকান স্থল-বাহিনী ¦ ২৮৭
আমেরিকান নৌ-বাহিনী ¦ ২৮৭
আমেরিকান বিমান-বাহিনী ¦ ২৮৮
আমেরিকান মেরিন ফোর্স ¦ ২৮৮
আমেরিকান কোস্টগার্ড ¦ ২৮৯
আমেরিকান বাহিনীর যৌথ কমান্ড ¦ ২৮৯
আমেরিকান দক্ষিণ ও উত্তর কমান্ড ¦ ২৯০
আমেরিকান প্রশান্ত মহাসাগরের কমান্ড ¦ ২৯০
আমেরিকান কেন্দ্রীয় কমান্ড ¦ ২৯০
আমেরিকান ইউরোপীয় কমান্ড ¦ ২৯১
আমেরিকান আফ্রিকার কমান্ড ¦ ২৯১
আমেরিকার যৌথ বাহিনীর কমান্ড ¦ ২৯১
আমেরিকান স্পেশাল অপারেশন কমান্ড ¦ ২৯১
আমেরিকান স্ট্রাটেজিক কমান্ড ¦ ২৯১
আমেরিকান রসদ সরবরাহ কমান্ড ¦ ২৯২
আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধকৌশল ¦ ২৯২
স্নায়ুযুদ্ধের ফলাফল ¦ ২৯৩

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের চতুর্থ যুগ–২৯৫

গ্লোবাল জিহাদ ও নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার (১৯৯১-২০১১ খ্রি.)

আফগান-জিহাদ এবং আল-কায়েদা ও তালেবানের উত্থান ¦ ২৯৬
উপসাগরীয় যুদ্ধ, আমেরিকান বাহিনীর হিজাজে অনুপ্রবেশ এবং
আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা ¦ ২৯৭
সোমালিয়াতে আমেরিকার আক্রমণ ও মুজাহিদদের জিহাদ ¦ ২৯৭
আল-জাজায়িরে জিহাদের সূচনা ¦ ৪২৯৮
ককেশাস, বসনিয়া ও কাশ্মীরে জিহাদি আন্দোলনের উত্থান ¦ ২৯৯
আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর ﷺ-এর নেতৃত্বে ইসলামি ইমারাত প্রতিষ্ঠা ¦ ৩০০
আমেরিকার ওপর মুজাহিদদের হামলা ¦ ৩০০
আফগানে আমেরিকার হামলা ও মুজাহিদদের প্রতিরক্ষা ¦ ৩০১
ইরাকে আমেরিকার হামলা ও মুজাহিদদের হাতে পরাজয় ¦ ৩০১
অন্যান্য ইসলামি অঞ্চলে মুজাহিদদের বিজয় ¦ ৩০২

পরিশিষ্ট : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : সমাধান কী?

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কী? (বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা) ¦ ৩০৫
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে ¦ ৩০৫
ব্যক্তি : ইনসান থেকে হিউম্যান ও হিউম্যান থেকে প্রফেশনাল ¦ ৩০৫
পুরুষ ও নারীর সমতা ¦ ৩০৬
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কাবায়িল ও গোত্রীয় ব্যবস্থার বিপরীত ¦ ৩০৭
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মূলত সামাজিক ঐক্যের বিলুপ্তি ও দায়িত্বহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ¦ ৩০৭
অস্ত্রবিহীন সমাজ : অনুভূতিহীন সমাজ ¦ ৩০৮
নিজ কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত সমাজ ¦ ৩০৮
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ¦ ৩০৯
ল এন্ড অর্ডার ¦ ৩০৯
রাষ্ট্রীয় আদেশ (রিট অফ দ্য স্টেট) ¦ ৩০৯
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং তার সাংবিধানিক ধারা-উপধারা ¦ ৩০৯
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকড় ¦ ৩১০
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রথম কাজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাজার-ভিত্তিক
অর্থনীতিতে প্রবেশ করানো ¦ ৩১০
রাষ্ট্রকে বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির সাথে মিলিত করা ¦ ৩১১
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ¦ ৩১২
ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও বাণিজ্যকে বৈশ্বিক ব্যবস্থার অনুগত করা (বিশ্বায়ন) ¦ ৩১২

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে ক্রুসেড-জায়োনিস্ট শাসনব্যবস্থা ¦ ৩১৪
বর্তমান সময়ের জিহাদি চিন্তাধারার ভিত্তি কী? ¦ ৩১৪
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার কি শেষ জমানার হাদিসে বর্ণিত ফিতনার অংশ? ¦ ৩১৫
কিতাব থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসমূহ ¦ ৩১৫
গ্রন্থপঞ্জি ¦ ৩১৯

পেশ আরজ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর।

পশ্চিমারা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীন থেকে সরিয়ে নিজেদের গোলাম বানানোর জন্য যে সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করেছে, তার মধ্যে একটি মৌলিক মাধ্যম ছিল উম্মাহকে তার আলোকোজ্জ্বল ও সোনালি অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামি ইতিহাসের একটি বিকৃত ছবি তাদের সামনে পেশ করা; যাতে মুসলিমরা নিজেদের ইতিহাসকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ফলে তারা নিজেদের পূর্বসূরিদের আলোচনা করতে লজ্জা পাবে এবং এমন নৌকার মতো হয়ে যাবে, যার কোনো নোঙর থাকবে না, ফলে পশ্চিমারা তাদেরকে যেদিকে হাঁকিয়ে নেবে, তারাও কোনো বাধা ছাড়া সেদিকেই চলতে শুরু করবে।

এ ছাড়াও পশ্চিমারা আরেকটি বিষয়ে পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে। তা হলো, তথ্যগত ছলচাতুরি ও বিচ্যুতি ঘটিয়ে নিজেদের আসল ইতিহাসের ওপর পর্দা ফেলে দেওয়া। যাতে তাদের ইতিহাসের ভয়ানক বাস্তবতাগুলো দুনিয়ার সামনে গোপন থাকে। তারা তাদের মূর্খতা, জুলুম, বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনি গোপন করে নিজেদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সভ্য, বিজ্ঞানমনস্ক ও উন্নত জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে এবং মানবসভ্যতার ওপর নিজের সফলতার মিথ্যা ঢোল বাজায়।

আফসোসের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম-বিশ্বকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কব্জা করে নেওয়ার পর আমাদের শিক্ষা-সিলেবাসে (স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত) ইতিহাসের এই বিকৃত পাঠই পড়ানো হয়েছে এবং এখনো তা পড়ানো হচ্ছে। যার ফলস্বরূপ মুসলিমদের ঘরে আজ এমন নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যারা নিজেদের ইতিহাস, নিজেদের পূর্বসূরি, নিজেদের অতীত এমনকি নিজেদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর ব্যাপারেও অজ্ঞ রয়ে গেছে। আর নিজেদের ব্যাপারে যদি কিছু জানা থাকে, তাহলে সেগুলোও সেই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে, যা তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে এই নতুন প্রজন্মকে পশ্চিমাদের ইতিহাস, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও ভবিষ্যতের ব্যাপারে এমন সব চমৎকার অবাস্তব বুলি মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে পশ্চিমা থেকে আসা সকল সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে, ভুল থেকে মুক্ত ও শুরু-শেষ পর্যন্ত অবশ্য অনুকরণীয় মনে করতে থাকে। ফলে সমাজের অবস্থা এমন হয়ে গেছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার অকাট্য বিধান পরিবর্তনকারীকে কোনো দোষারোপ করা হয় না। অথচ যখনই গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন, জাতিসংঘের সংবিধান বা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর কোনো প্রশ্ন ওঠানো হয়, তখন সবাই তার বিরোধিতা করতে থাকে এবং তার 'অজ্ঞতা'র ওপর আফসোস করতে শুরু করে।

তাই আজ আবার এই বিকৃত ইতিহাসের জায়গায় উম্মাহর সামনে তাদের ও পশ্চিমাদের আসল ইতিহাস গোছানো ও সহজভাবে পেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যাতে ইতিহাস সঠিকভাবে বোঝার মাধ্যমে ভুলগুলো শুধরে যায়, ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়ে যায় এবং বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই বইটি সেই ধারাবাহিকতারই একটা প্রচেষ্টা মাত্র। আল্লাহ তাআলা আমাদের মুহতারাম মুজাহিদ ভাই হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ সাহেবকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, কারণ তিনি এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। ইতিহাসের বিস্তৃত এবং গভীর জ্ঞান থাকার কারণে এই বিষয়ে কলম ধরার জন্য তিনিই উপযুক্ত ছিলেন। এই কিতাবে তিনি অনেক সহজভাবে মুসলিম এবং তাদের মূল শত্রুর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, অনেক লম্বা আলোচনাকে অনেক সংক্ষিপ্ত, তবে সামগ্রিক ধাঁচে তুলে ধরেছেন আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম লেখক কোনো প্রকার বাকপটুতা ও কপটতা এবং ইতিহাসের বাস্তবতাগুলোকে হ্রাস বা বৃদ্ধি ব্যতীত যেটা যেভাবে আছে, সেভাবেই বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। এই স্পষ্টতা ও সহজতা উনার লেখার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে।

কিতাবটি তার স্বাভাবিক গতিতে পাঠককে নিজের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে এবং অনেক সহজভাবে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ তার মস্তিষ্কে বসিয়ে দেবে। কিতাব পাঠ শেষ হওয়ার পর পাঠক নিজ থেকেই এই প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে যাবে; বর্তমান সময়ে বৈশ্বিক জিহাদি সংগঠনগুলো কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে? কেন তারা জিহাদ ও যুদ্ধের পথকে বেছে নিয়েছে? এই আন্দোলনের মৌলিক দাওয়াহ কী? এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? কেন মুজাহিদিনের দেখানো পথে এগিয়ে যাওয়া পুরো উম্মাহর দায়িত্ব?

লেখক ইতিহাস লেখার মধ্য দিয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং সেক্যুলারদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারাগুলো অনেক সহজভাবে বর্ণনা করেছেন এবং সেই সাথে সহজ ভাষায় এগুলোর জবাবও লিখেছেন। নিশ্চিতভাবে পশ্চিমাদের ইতিহাস জানা ছাড়াও পশ্চিমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বোঝার জন্য এই কিতাবটি অধ্যয়ন অনেক উপকারী হবে। যদি বলা হয়, পশ্চিমাদের নতুন চিন্তাগত ভ্রষ্টতা মোকাবিলার জন্য মুসলিম-বিশ্বে যে প্রচেষ্টা কাম্য ছিল, তা পূরণে এই কিতাব অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, আল্লাহর নিকট আশা, এই কথাটি ভুল হবে না।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যাতে লেখকের ইলম, বয়স ও বুঝের মধ্যে আরও বারাকাহ দেন এবং তার এই কিতাবকে জিহাদি আন্দোলন ও পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য উপকারী করেন, হিদায়াতের পথে টিকে থাকার মাধ্যম বানিয়ে দেন এবং এই কিতাবকে লেখকের মাগফিরাতের অসিলা বানিয়ে দেন, আমিন।

ভূমিকা

বর্তমান সময়ের জিহাদের চিন্তাধারার ভিত্তি

পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে দুটি বড় অংশে ভাগ করা যায়, প্রথম প্রকার হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ওপর (কোনো না কোনোভাবে) বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর কাছে প্রতিদানের আশা রাখে। এই ধরনের মানুষদের তিনটি বড় শাখা রয়েছে : মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিষ্টান। এ ছাড়া সেই সমস্ত মুশরিকও এই প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখে; কিন্তু নিজেদের দেবদেবীকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, যারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর কাছে প্রতিদানের কোনো আশাও করে না। এই প্রকারে সেই সমস্ত মূর্তিপূজারিরা অন্তর্ভুক্ত, যারা নিজেদের বানানো মূর্তিগুলোকে খালিক, মালিক ও রিজিকদাতা মনে করে এবং তাদের থেকেই প্রতিদানের আশা করে। এই প্রকারের মধ্যে অপর আরেকটি দল হচ্ছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা দাবি করে, তারা শুধু মানবতার জন্যই কাজ করে। এই স্লোগানের অধীনে তারা মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। তবে তারা এই কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বা অতি প্রাকৃতিক কোনো সত্তা থেকে প্রতিদানের আশা করে না। পুরো মানব ইতিহাস এই শ্রেণির মানুষদের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্বেরই নাম। মুসলিম উম্মাহর জন্য আবশ্যক হচ্ছে, এই বাতিল মতবাদগুলোর মোকাবিলা করা ও দুনিয়াতে সত্য দ্বীন মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা এবং আসমানি হিদায়াত প্রচার-প্রসার করা।

আজ আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি এবং যে বিশ্বে বসবাস করছি, তা গঠনের পেছনে মানব ইতিহাসের চারটি ঘটনা মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।[১] সেগুলো হলো :

- প্রথম ঘটনা, খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ সালে গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি।
- দ্বিতীয় ঘটনা, খ্রিষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীতে ইহুদিদের পক্ষ থেকে ইসা ﷺ-কে হত্যার চেষ্টা ও তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া।

---

১. বর্তমানে পুরো দুনিয়ার মধ্যে যে বিশেষ আদর্শিক, ভৌগলিক ও সামাজিক শৃঙ্খলাবদ্ধ হুকুমত ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে—লেখক এই গঠনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখানে যেন এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, তিনি হয়তো মানব ইতিহাসের সর্বদিক বিবেচনায় এই চারটি ঘটনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। ইতিহাসে শুধু একটি ঘটনা এমন রয়েছে যা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতিসহ দুনিয়ার সব শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং শুধু প্রভাব ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সেগুলোকে আসমানি হিদায়াত অনুযায়ী পরিশুদ্ধ করেছে। আর সেই মহান ঘটনা হলো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত।

- তৃতীয় ঘটনা, উসমান ﷺ-এর শাহাদাত, যা উম্মতের মধ্যে ফিতনা প্রবেশের দরজা হিসেবে গণ্য হয়।[২]
- চতুর্থ ঘটনা, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব। যার পর থেকে পুরো ইউরোপ গির্জার প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর শাসন ও মানুষের শাসনের ব্যবস্থাকে পূর্ণরূপে অস্বীকার করে তার স্থানে ধর্মহীনতার বিশ্বাসকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

প্রথম ঘটনা : খ্রিষ্টপূর্ব তিনশ সালে গ্রিক দর্শনের উৎপত্তি

ইসা ﷺ-এর জন্মের তিনশ সাল পূর্বে ইউরোপের ইউনান বা গ্রিক অঞ্চলে এমন একটি মতাদর্শ প্রচারিত হয়, যা ইলমে ওহি ও মানুষের বুদ্ধির মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলার ভাবনা ও ইলমে ওহির দিক-নির্দেশনা ব্যতীত শুধু মানুষের বুদ্ধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন অনেক প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্ম দেয়, যাদের মধ্যে এরিস্টটল ও প্লেটো অনেক প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। সেখানে এমন সব আলোচনা ও কার্যক্রম শুরু হয়, যেখানে মানুষ ইলমে ওহি থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান শুধুই বুদ্ধি দ্বারা করা শুরু করে। এই দার্শনিকদের বিশ্বাসগুলো ছিল আসমানি কিতাবগুলোর আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক, বিশেষ করে তাকদিরের আকিদার বিপরীত।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কেউ অসুস্থতার কারণে মারা গেলে ধর্মের দেওয়া বক্তব্য 'সব আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হয়েছে' তা ভুল। কারণ, তার কাছে যদি টাকা থাকত এবং সে চিকিৎসা করাতো, তাহলে সে বেঁচে যেত। তারা বলে, ধর্ম মানুষকে আফিমের মতো নেশাগ্রস্ত করে রাখে। মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু ধর্মের শিকল মানুষকে এই কাজের অনুমতি দেয় না, তাই মানুষকে ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত করতে হবে।

---

২. এখানে একটি মৌলিক বিষয় জেনে রাখা উচিত, উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কিরামের মাঝে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, অধিকাংশ সালাফ আলিমগণ এগুলোকে আল্লাহ তাআলার প্রতি সোপর্দ করে দিয়েছেন। কারণ তাঁরা সকল সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখতেন যে, কোনো সন্দেহ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরা ইজতিহাদ করেছেন, যার ফলে তাঁরা উত্তম প্রতিদান লাভ করবেন। আমরা সাহাবিদের ব্যাপারে এই বিশ্বাস রাখি এবং তাঁদেরকে এই সবের কারণে দোষারোপ করি না; বরং আল্লাহ তাআলার কাছে পুরস্কারপ্রাপ্ত মনে করি। এখানে লেখক উসমান ﷺ-এর ঘটনা উল্লেখ করে সেই ফিতনাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, যা এই ঘটনার পর জন্ম নিয়েছে এবং সেগুলো আকিদা ও রাজনীতির অধ্যায়ে কী প্রভাব ফেলেছে? এখানে সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। তাই এই ক্ষেত্রে পাঠকের নিকট অনুরোধ, তারাও যেন সাহাবিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অধ্যায়ে কোনো প্রাচ্যবিদ বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত কোনো ব্যক্তির আলোচনা ও তাদের বর্ণিত ইতিহাসের দিকে কোনোভাবেই দৃষ্টি না দেয়, কেননা এগুলোর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই এবং বিশেষ করে যখন এই অধ্যায়ের ভিত্তি শিয়া রাফিজিদের মনগড়া কাহিনি।

মোটকথা, এই সমস্ত দার্শনিক প্রকাশ্যে আসমানি ধর্মের বিরোধিতা শুরু করে। যার ফলে মানুষ নিজেদের সমস্যাগুলো সমাধানে আল্লাহ-প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীতে নতুন শিক্ষা ও দর্শন গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বিষ ঢালা শুরু করে এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমল করার দিকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মনগড়া পথে পরিচালিত করতে থাকে। আর এখান থেকেই মানুষের সব সমস্যা শুধু বুদ্ধি দ্বারা সমাধানের এক নতুন চিন্তাধারা ও দর্শনের জন্ম নেয়।

শুরুতে এই দার্শনিকদের গোমরাহ মতাদর্শ কোনো সমাজেই স্থান পায়নি, চাই তা ইহুদি সমাজ হোক বা হিন্দু সমাজ। বরং তাদেরকে ধর্মহীন ও ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে খুব কঠোরতার সাথে দমিয়ে রাখা হয়। খলিফা মামুনুর রশিদের দারুল হুকুমত যখন গ্রিক দর্শনের বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করানো শুরু করে, তখন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই সমস্ত দর্শনের প্রচার শুরু হয়। এই অনুবাদগুলোর মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে মুতাজিলা ফিতনার উৎপত্তি হয়। শুধু মানুষের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে আকায়িদ ও ইলমে কালামের নতুন নতুন আলোচনা সামনে আসতে শুরু করে। যা উম্মতের মধ্যে নতুন সব ফিতনার দরজা খুলে দিতে থাকে। হকপন্থী আলিমগণ এই সমস্ত ফিতনা খুব ভালোভাবে মোকাবিলা করেন এবং দলিলের মাধ্যমে এগুলো বাতিল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। কিন্তু অপরদিকে কয়েক যুগ পর পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের মাঝে এই সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ফরাসি বিপ্লব ছিল এই সমস্ত চিন্তারই ফসল। আজ এই ধর্মহীনতার দর্শনই পুরো দুনিয়াতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা : ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র ও আসমানে উঠিয়ে নেওয়া

গ্রিক দার্শনিকদের সম্পর্ক সেই সব দলের মানুষের সাথে ছিল, যারা আল্লাহ তাআলা থেকে কোনো প্রতিদানের আশা করত না। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলা থেকে প্রতিদানের আশা রেখে আমল করত, তাদের চিন্তা-চেতনা নষ্ট হওয়া শুরু হয় বনি ইসরাইলের মাধ্যমে। যারা ইসা ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং হত্যার ষড়যন্ত্র করে, যার ফলে তাঁকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে হত্যার ব্যাপারে ইহুদিদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেন। ইয়াকুব ﷺ থেকে ইসা ﷺ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সত্য দ্বীনের প্রচারের জন্য বনি ইসরাইলকে নির্বাচন করেছিলেন। তাদেরকে হিদায়াতের দিকে নিয়ে আসার জন্য ধারাবাহিকভাবে নবিগণকে প্রেরণ করেছেন। ইসা ﷺ ছিলেন এই ধারাবাহিকতারই সর্বশেষ ইসরাইলি নবি।

বনি ইসরাইলের অধিকাংশই কঠিন গোমরাহিতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রথমে ইয়াহইয়া ﷺ-কে শহিদ করে, তারপর তাঁর পিতা জাকারিয়া ﷺ-কে শহিদ করে। তাদের সর্বশেষ লক্ষ্য ছিল ইসা ﷺ-কে শহিদ করা। ইসা ﷺ-কে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য বনি

ইসরাইলের উলামায়ে সু'রা রোমান বাদশাহর কাছে তাঁকে শূলিতে চড়ানোর দাবি পেশ করে। রোমানরা যখন ইসা ﷺ-কে শূলিতে চড়ানোর ফয়সালা করে, তখন আল্লাহ তাআলা ইসা ﷺ-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেন। কিন্তু ইহুদিরা ভাবতে থাকে ইসা ﷺ-কে হত্যা করে ফেলা হয়েছে, কারণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে খ্রিষ্টানরাও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয়।[৩]

এই ঘটনার ফলে বনি ইসরাইল—যারা এতদিন পর্যন্ত সত্য দ্বীনের ধারক ও প্রচারক হিসেবে আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত জাতি ও বাইতুল মুকাদ্দাসের উত্তরাধিকারী ছিল—তারা কাফির এবং আল্লাহ তাআলার ক্রোধপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়। অতঃপর এই দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব ইসা ﷺ-এর বারোজন সহকারীর ওপর অর্পিত হয়, যারা দ্বীন প্রসারের কাজ শুরু করে। কিছু বছর পর ইহুদি আলিম সেন্ট পৌল সত্য দ্বীন গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং ইসা ﷺ-এর সহকারীদের সাথে মিলে দ্বীন প্রচারের কাজ শুরু করে। কিন্তু আস্তে আস্তে সে দ্বীনি বিশ্বাসের সাথে নিজের পক্ষ থেকে ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস মিশিয়ে প্রচার শুরু করে এবং একসময় খ্রিষ্টানরাও সেন্ট পৌলের বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে গোমরাহ হয়ে যায়। সর্বশেষ ইসলামের আত্মপ্রকাশের পূর্বে পুরো মানবজাতি গোমরাহির অন্ধকারে ডুবে ছিল। তাই আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদি ও নাসারাদের গোমরাহি খতম করে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনকে ছড়িয়ে দেওয়া।[৪]

ইসা ﷺ-কে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারণ, এই ঘটনা ছিল আল্লাহ তাআলা থেকে প্রতিদানের আশাকারী তিন দল অর্থাৎ ইহুদি, নাসারা ও মুসলিমদের মাঝে চিন্তা ও আদর্শগত বিরোধের সূচনা, পাশাপাশি তা রাজনৈতিক দিক থেকেও পুরো বিশ্ব পরিচালনা-ব্যবস্থার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল; চাই তা (Old World Order) হোক বা (New World Order)। অর্থাৎ পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা হোক বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা।

---

৩. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا - بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

'আর তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমরা মারইয়াম-পুত্র ইসা মাসিহকে হত্যা করেছি, যিনি ছিলেন আল্লাহর রাসুল। অথচ তারা না তাকে হত্যা করেছে, আর না শূলিতে চড়িয়েছে; বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুত তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এ ক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধু অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোনো খবরই রাখে না। আর নিশ্চয় তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৫৭-১৫৮)

৪. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

'তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে; যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের ওপর জয়যুক্ত করেন; যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। (সুরা আত-তাওবা, ৯ : ৩৩)

ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রেখে জীবনযাপনকারী মানুষদের দুটা বড় দলের পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা; যেখানে মুসলিম ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলমান ছিল। আর নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার এই দলগুলোরই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নাম, যেখানে রোমান ক্যাথলিকদের জায়গায় প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টান, ধর্মহীন খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা অনেক বেশি স্পষ্ট শত্রুতার সাথে সামনে এগিয়ে এসেছে। মূলত তারা সকলেই মুসলিম উম্মাহর শত্রু কিন্তু নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে সেই পুরাতন শিকারির নতুন ফাঁদ, যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় ঘটনা : উসমান ﷺ-এর শাহাদাত

উসমান ﷺ-এর শাহাদাত হয়েছিল আব্দুল্লাহ বিন সাবার তৈরি রাফিজি ফিতনার হাতে। এই ভয়ানক সাবায়ি ফিতনা তার পরবর্তী কালে জন্ম হওয়া অসংখ্য ফিতনার দরজা এমনভাবে খুলে দিয়েছিল, যা উসমান ﷺ-এর শাহাদাত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি। অপরদিকে উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের বদলা নেওয়ার দাবিতে আলি ﷺ ও মুআবিয়া ﷺ-এর মাঝে জঙ্গে সিফফিন সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে কিছু লোক অন্যায়ভাবে ফয়সালা করার অভিযোগ তুলে, যার ফলে সেখান থেকে খারিজি ফিতনার উৎপত্তি হয়। আর এই খারিজি ফিতনা পরবর্তী সময়ে মুতাজিলা ও মুরজিয়া ফিতনার উৎপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এভাবেই উসমান ﷺ-এর শাহাদাতের দুঃখজনক ঘটনা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চিন্তাগত ও রাজনৈতিক ফিতনার এক বিশাল দরজা হিসেবে পরিগণিত হয়।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এই ফিতনাগুলো নতুন আকৃতি ধারণ করে মুসলিম উম্মাহর অনেক ক্ষতি সাধন করতে থাকে। সত্যপন্থী উলামায়ে কিরাম এসব ফিতনাই অনেক কঠোরভাবে মোকাবিলা করেন এবং মুসলিমদের মাঝে অকাট্য দলিলের দ্বারা সুন্নাহ-বিদআত ও দ্বীন-দ্বীনহীনতার মাঝে পার্থক্য আলোচনা করে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের সীমা স্পষ্ট করে দেন, যারা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' নামে পরিচিত। তাদের প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো বাতিল ও গোমরাহ আকিদা-আদর্শ কখনো ইসলামের মধ্যে স্থান করতে পারেনি এবং ইসলাম ধর্ম সকল ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থেকে যায়। পাশাপাশি সত্যপন্থী উলামায়ে কিরাম সেই সমস্ত আকিদা ও কাজগুলো স্পষ্ট করে দেন, যা বিশ্বাস ও করার মাধ্যমে কোনো মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে কাফিরে পরিণত হয়।

চতুর্থ ঘটনা : ফরাসি বিপ্লব (নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার)

ইসা ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের পর থেকে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের মাঝে বিরোধ চলমান ছিল। অতঃপর সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আত্মপ্রকাশের পর ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মাঝে ধারাবাহিক যুদ্ধ শুরু হয়। সেই সময়টাকে পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা ওল্ড

ওয়ার্ল্ড অর্ডার (Old World Order) নামকরণ করেছে। সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের পর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ্যভাবে আরেকটি নতুন যুগে প্রবেশ করে, যা ছিল মূলত সেই গ্রিক দর্শনের ধর্মহীন মতাদর্শের ফসল। এই সময়টাকে ইতিহাসে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' (New World Order) হিসেবে নামকরণ করা হয়। বাহ্যিকভাবে দেখা যায়, এই নতুন বিশ্বব্যবস্থা মানুষের জীবনে বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে পূর্বের কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। কারণ এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব রয়েছে ইহুদি ও তাদের মিত্র প্রটেস্টান্ট খ্রিষ্টানদের হাতে। ফলে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম উম্মাহর মোকাবিলা ছিল রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের সাথে আর এখন মোকাবিলা হচ্ছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের থেকেই তৈরি হওয়া এক নতুন জোটের সাথে।

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত ইহুদিদের সেই পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির নাম, যেখানে তারা ফিলিস্তিন দখল করা থেকে নিয়ে মাসজিদুল আকসা ধ্বংস ও সেখানে হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করা এবং নিজেদের মিথ্যা মাসিহের সাহায্যে পুরো বিশ্বে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। এই নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মূলত পুরাতন শিকারির নতুন জাল। কারণ এই নতুন বিশ্বব্যবস্থায় ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা তাদের সেই পুরাতন শিরক, সুদি অর্থনীতি ও অশ্লীলতা-বেহায়াপনাগুলোই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, পুরাতন নাম ও পরিভাষাগুলোর জায়গায় নতুন নাম, পরিভাষা ও সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তারা এই সব নতুন নাম, পরিভাষা ও ব্যবস্থার ফাঁদে ফেলে অসংখ্য মুসলিমকে শিকার করে নিয়েছে। অপরদিকে মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের সময় থেকে এই অবস্থা একটি মহামারির মতো মুসলিম উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তবে নতুন এসব ভ্রান্ত চিন্তার প্রসার ও ইরতিদাদের সময়েও আল্লাহ তাআলা সত্যপন্থী আলিমগণ ও মুজাহিদদেরকে এই সমস্ত ফিতনার মোকাবিলার জন্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, যারা সর্বদাই মুসলিম উম্মাহর সামনে সেই পুরাতন শিকারির নতুন জালের পর্দা উন্মোচন করে দিচ্ছেন।

আমাদের এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য ইহুদি, নাসারা বা মুসলিমদের ইতিহাস বর্ণনা করা নয়। বরং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর প্রতি দরদ রাখে, এমন অসংখ্য যুবকের সামনে সঠিক চিন্তার দ্বার উন্মোচিত করে দেওয়া, যারা বর্তমান সময়ের পশ্চিমা সভ্যতা ও জিহাদের চিন্তাধারার ভিত্তি সম্পর্কে অবগত নন, অথবা যারা অল্প যা কিছু জানেন, তা স্বল্প কিছু ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তারা এতটুকু সক্ষমতা রাখে না, যা দ্বারা সেই ঘটনাগুলোর ধারাবাহিকতা বুঝতে সক্ষম হবে।

আমাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে সেই সব ঘটনাকে একত্রিত করা, যা বর্তমান সময়ের পশ্চিমা সভ্যতার চিন্তাধারা ও জিহাদি আন্দোলনকে বোঝার জন্য জরুরি ও আবশ্যক। অতঃপর সেই ঘটনাগুলো সহজ ও ধারাবাহিকতার সাথে আলোচনা করা, যাতে মূল বিষয়গুলো

সহজে বোঝা যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই উদ্দেশ্যে সফলতা দান করুন এবং নিজের পক্ষ থেকে এই কাজ আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

কিতাবটিকে আমরা দুটি অংশ ও একটি উপসংহারে ভাগ করেছি :

- প্রথম খণ্ড : ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা
- দ্বিতীয় খণ্ড : নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা

কিতাবের প্রথম অংশ ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডারে দুটি অধ্যায় রয়েছে :

- প্রথম অধ্যায় : ইহুদি জাতি ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার
- দ্বিতীয় অধ্যায় : পশ্চিমা বিশ্ব ও ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার

প্রথম অধ্যায়ে আমরা ব্যাখ্যা করব, ইহুদিদের পুরাতন ইতিহাসের কী কী বিশ্বাস ও ঘটনা রয়েছে, যার দ্বারা তারা প্রথমে পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা ও পরে নতুন বিশ্বব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে? সেই কারণগুলো কী, যার ভিত্তিতে বনি ইসরাইল মুসলিম থেকে ইহুদিতে পরিণত হয়েছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইসা ﷺ-এর পর সত্য দ্বীনের মধ্যে খ্রিষ্টানরা কোন ধরনের পরিবর্তন করেছিল? অতঃপর ইউরোপে খ্রিষ্টবাদের উত্থান ও তাতে যে সমস্ত বিকৃতি করা হয়েছিল, তা নিয়ে। সর্বশেষ ফরাসি বিপ্লবের দ্বারা ইউরোপের পুরাতন বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব।

কিতাবের দ্বিতীয় অংশ 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' চারটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে :

- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে প্রথম যুগ : ফরাসি বিপ্লব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের দ্বিতীয় যুগ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে তৃতীয় যুগ : রাশিয়া ও আমেরিকার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ
- নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারে চতুর্থ যুগ : স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত

এই অংশে আমরা ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবসভ্যতা যে সমস্ত মতাদর্শ ও ভৌগলিক পরিবর্তনের ধাপ পাড়ি দিয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করব, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার অর্থাৎ নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যা বর্তমানে অনেক আলোচিত হচ্ছে, এটা মূলত কী? এর চিন্তাগত ভিত্তি কী? এটা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে? তার উদ্দেশ্য কী? ওল্ড ওয়ার্ল্ড অর্ডার থেকে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারকে গ্রহণের ফলে মুসলিমদের কী ক্ষতি হয়েছে? নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার মুসলিম উম্মাহকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

উপসংহারের মধ্যে পুরো ইতিহাস মন্থন করে নতুন বিশ্বব্যবস্থার যত ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা স্পষ্ট করা হবে এবং বর্তমান আধুনিক শক্তিগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সর্বশেষ এই পুরো দৃশ্য দেখানোর পর মুসলিম উম্মাহর সামনে এই সমস্যার সমাধান পেশ করা হবে। সেখানে এমন সব কার্যক্রম নির্ধারণ করব, যেগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থাকে পরাজিত করা, উম্মাহকে স্বাধীন করা ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য জরুরি ও আবশ্যক।

এই কিতাবের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদগণ, বিশেষ করে খোরাসানের মুজাহিদগণ। যাতে তারা বর্তমান দুনিয়ার ব্যাপারে ভালোভাবে জানতে পারেন এবং নিজেদের শত্রুর বাস্তবতা ও তাদের কূটচাল পূর্ণভাবে বুঝতে পারেন। এবং এর ফলে বর্তমান সময়ের চলমান জিহাদি আন্দোলন সঠিক পথে পরিচালিত হয়। এই পথের উদ্দেশ্যগুলো যেন সর্বদা তাদের চোখের সামনে থাকে এবং আমাদের লক্ষ্য নির্দিষ্ট ও জানা থাকে। আল্লাহ তাআলা সকল মুজাহিদের রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী, আমিন।

অতঃপর এই কিতাব লিখা হয়েছে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে, যেখানে তাদের সামনে বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ ও সমাধান পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ সন্দেহাতীতভাবে সকল চিন্তাশীল মুসলিম জানে, 'ইহুদিদের গোলাম' মিডিয়াগুলো বিশ্বের বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে গোপন করে রাখে এর পেছনে তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিমরা যাতে বাস্তবতা থেকে দূরে সন্দেহ ও সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহ যেন 'এক জাতি' হিসেবে কোথাও জেগে না ওঠে এবং তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে না যায় এবং সেই খিলাফাহ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত না হয়, যা সহস্র বছর ধরে দুনিয়াকে পরাশক্তি হিসেবে শাসন করেছে।

আমরা আমাদের প্রিয় মুসলিম উম্মাহর সামনে এই কথা স্পষ্ট করতে চাই যে, এই যুদ্ধ শুধু মুজাহিদ দলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ নয় এবং দুশমনরা শুধু কিছু মুসলিম যুবকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না; বরং এই যুদ্ধে খ্রিষ্টান-ইহুদি ও মুশরিকদের সম্মিলিত জোট সমস্ত মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, যাদের মূল লক্ষ্য ইসলামকে ধ্বংস করা। তাই তাদেরকে মোকাবিলা করার দায়িত্ব শুধু কিছু মুজাহিদ যুবকের নয়; বরং এই পুরো উম্মাহ এক জাতি হিসেবে ময়দানে নেমে আসা আবশ্যক।

এখন সময় যুদ্ধের ময়দানগুলোতে উপস্থিত নিজেদের সন্তানদেরকে সাহায্য করা এবং যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেরা সামনে অগ্রসর হয়ে দুশমনের মোকাবিলা করার। সুতরাং এই কিতাব মুসলিম উম্মাহর জন্য আন্দোলনে নেমে আসার আহ্বান। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং মুসলিম উম্মাহর উত্থানের কারণ হিসেবে গ্রহণ করে নিন, আমিন।

হেদায়াতুল্লাহ মেহমান্দ